১। টাঙ্গাইলের পোড়াবাড়ীর চমচম

মিষ্টির রাজা হিসেবে খ্যাত টাঙ্গাইল জেলার পোড়াবাড়ী নামক স্থানে তৈরি করা এই চমচম স্বমহিমায় মহিমান্বিত। ছানার তৈরি বিশেষ প্রকারের এই মিষ্টির রয়েছে প্রায় দু'শো বছরের ইতিহাস। প্রায় দু'শ বছর আগে দশরথ গৌড় নামক এক কারিগর সর্বপ্রথম এই মিষ্টি তৈরি করেন। এই চমচমের গড়ন অনেকটা লম্বাটে, হালকা আঁচে পোড় খাওয়া বলে রঙটা তার গাঢ় বাদামি, বাইরে থেকে দেখতে অনেকটা পোড়া ইটের মতো। সুস্বাদু পোড়াবাড়ীর চমচম তৈরির প্রধান উপকরণ হলো দুধের ছানা, ময়দা ও চিনি। পুরো পোড়াবাড়ী গ্রামে আনুমানিক ৮-১০ টি চমচম তৈরির কারখানা রয়েছে। স্বাদে-গন্ধে অতুলনীয় এ বিশেষ মিষ্টি আজও এর জনপ্রিয়তা ধরে রেখেছে। জেলা প্রশাসক, টাঙ্গাইল এর ৩০ মার্চ ২০২৩ তারিখের আবেদনের প্রেক্ষিতে সম্প্রতি টাঙ্গাইলের পোড়াবাড়ীর চমচমকে ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

- আবেদনের তারিখঃ ১৯ ডিসেম্বর ২০২৩
- বর্তমান অবস্থাঃ ভৌগলিক নির্দেশক নিবন্ধন বহিতে জেলা প্রশাসক, টাঙ্গাইল এর নামে ২৪ ও ২৫ শ্রেণিতে জিআই-৫৭ নম্বরে টাঙ্গাইলে পোড়াবাড়ির চমচম পণ্যের জন্য ৩০ মার্চ ২০২৪ তারিখ হতে নিবন্ধিত হয়েছে।

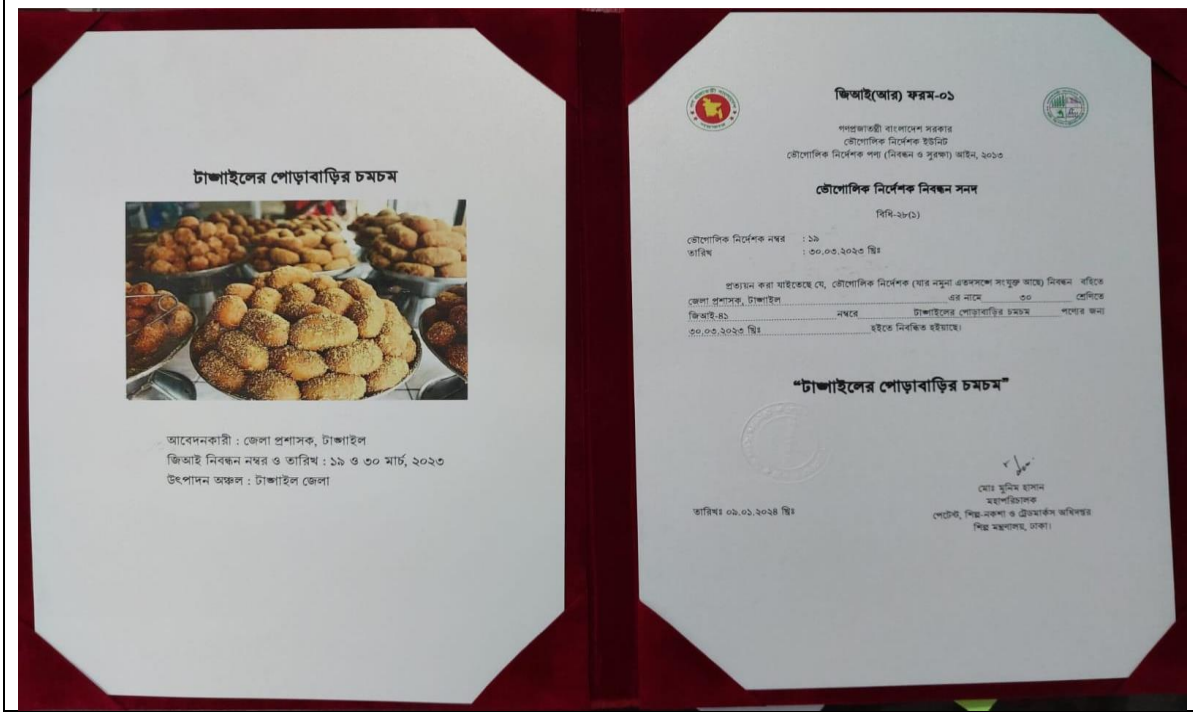
টাঙ্গাইলের পোড়াবাড়ির চমচম

আবেদনকারী : জেলা প্রশাসক, টাঙ্গাইল
জিআই নিবন্ধন নম্বর ও তারিখ : ১৯ ও ৩০ মার্চ, ২০২৩
উৎপাদন অঞ্চল : টাঙ্গাইল জেলা

জিআই(আর) ফরম-০১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভৌগোলিক নির্দেশক ইউনিট
ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন, ২০১৩

ভৌগোলিক নির্দেশক নিবন্ধন সনদ

বিধি-২৮(১)

ভৌগোলিক নির্দেশক নম্বর : ১৯
তারিখ : ৩০.০৩.২০২৩ খ্রিঃ

প্রত্যায়ন করা যাইতেছে যে, ভৌগোলিক নির্দেশক (যার নমুনা এতদসঙ্গে সংযুক্ত আছে) নিবন্ধন বহিতে
জেলা প্রশাসক, টাঙ্গাইল এর নামে ৩০ শ্রেণিতে
জিআই-৪১ নম্বরে টাঙ্গাইলের পোড়াবাড়ির চমচম পণ্যের জন্য
৩০.০৩.২০২৩ খ্রিঃ হইতে নিবন্ধিত হইয়াছে।

"টাঙ্গাইলের পোড়াবাড়ির চমচম"

তারিখঃ ০৯.০১.২০২৪ খ্রিঃ

মোঃ মুনিম হাসান
মহাপরিচালক
পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর
শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

২। টাঙ্গাইল শাড়ি

বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ কুটির শিল্প বা লোকশিল্প হচ্ছে তাঁতশিল্প, যার একটি বড় অংশ দখল করে আছে টাঙ্গাইলের তাঁতের শাড়ি। প্রাচীনকাল থেকে দক্ষ কারিগররা বংশপরম্পরায় রেশমী ও সুতি সুতার মিশ্রণে এক বিশেষ পদ্ধতিতে শাড়িটি প্রস্তুত করে আসছে। টাঙ্গাইলের তাঁতের শাড়ির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এর পাড় বা কিনারার আকর্ষণীয় কারুকাজ। বিভিন্ন প্রকার টাঙ্গাইলের তাঁতের শাড়ির মধ্যে রয়েছে সুতি শাড়ি, সফট সিল্ক শাড়ি, সুতি জামদানি শাড়ি, গ্যাস-মারচেন্ডাইজড শাড়ি, ডাংগ্য শাড়ি, বালুচুরি শাড়ি ইত্যাদি। বর্তমানে আনুমানিক ৩,২৫,০০০ জন তাঁতী, মালিক ও ব্যবসায়ী এই পেশার সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে। গত ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে জেলা প্রশাসক, টাঙ্গাইল এর আবেদনের প্রেক্ষিতে টাঙ্গাইলের তাঁতের শাড়িকে ভৌগোলিক নির্দেশক **(জিআই)** পণ্যের স্বীকৃতি দেয়া হয়।

- আবেদনের তারিখঃ ১২ এপ্রিল ২০২৩
- বর্তমান অবস্থাঃ ভৌগলিক নির্দেশক নিবন্ধন বহিতে জেলা প্রশাসক, টাঙ্গাইল এর নামে ২৪ ও ২৫ শ্রেণিতে জিআই-৫৭ নম্বরে টাঙ্গাইল শাড়ি পণ্যের জন্য ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখ হতে নিবন্ধিত হয়েছে।

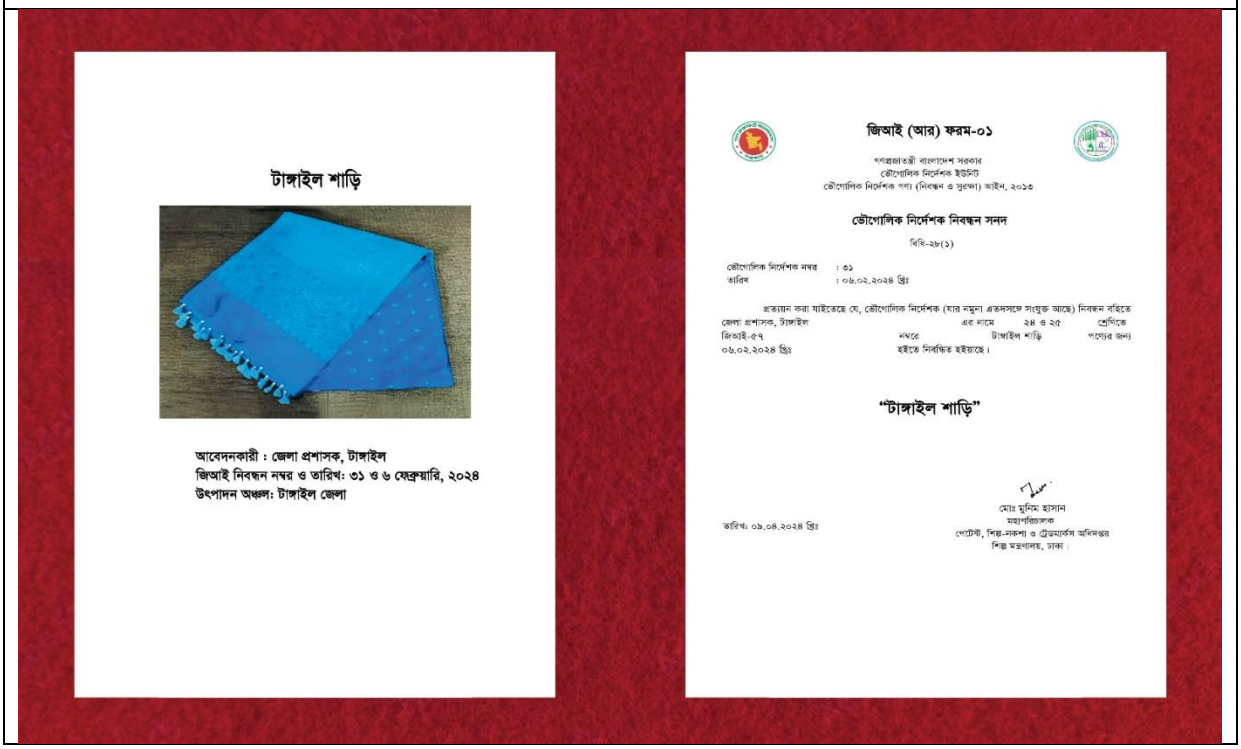

টাঙ্গাইল শাড়ি

আবেদনকারী : জেলা প্রশাসক, টাঙ্গাইল
জিআই নিবন্ধন নম্বর ও তারিখ: ৩১ ও ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪
উৎপাদন অঞ্চল: টাঙ্গাইল জেলা

জিআই (আর) ফরম-০১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভৌগোলিক নির্দেশক ইউনিট
ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন, ২০১৩

ভৌগোলিক নির্দেশক নিবন্ধন সনদ

বিধি-২৮(১)

ভৌগোলিক নির্দেশক নম্বর : ৩১
তারিখ : ০৬.০২.২০২৪ খ্রিঃ

প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, ভৌগোলিক নির্দেশক (যার নমুনা এতদসঙ্গে সংযুক্ত আছে) নিবন্ধন বহিতে
জেলা প্রশাসক, টাঙ্গাইল এর নামে ২৪ ও ২৫ শ্রেণিতে
জিআই-৫৭ নম্বরে টাঙ্গাইল শাড়ি পণ্যের জন্য
০৬.০২.২০২৪ খ্রিঃ হইতে নিবন্ধিত হইয়াছে।

"টাঙ্গাইল শাড়ি"

মোঃ মুনিম হাসান
মহাপরিচালক
পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর
শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

তারিখ: ০৬.০৪.২০২৪ খ্রিঃ

৩। মধুপুরের আনারস

আনারসের রাজধানী হিসেবে সুপরিচিত টাঙ্গাইলের মধুপুর। মধুপুরের অরণখোলা, শোলাকুঁড়ি, আউশনারা ইউনিয়নে আনারস চাষ হয় সবচেয়ে বেশি। প্রায় ১০ হাজার হেক্টর জমিতে বছরে প্রায় ২ লাখ টন আনারস উৎপাদিত হয় এ অঞ্চলে। রসালো, সুমিষ্ট স্বাদ আর চমৎকার ঘ্রাণের জন্য বিখ্যাত এ এলাকার আনারস। মধুপুরের আউশনারা ইউনিয়নের ইদিলপুর গ্রামের গারো ভেরেনো সাংমা ষাটের দশকে ভারতের মেঘালয় থেকে জায়ান্ট কিউ জাতের কিছু চারা এনে প্রথমবারের মতো মধুপুর গড়ে আনারস চাষ শুরু করেন। প্রায় সারাবছরই মধুপুরের আনারস পাওয়া যায়। এখানে সবচেয়ে বেশি আবাদ হয় জায়ান্ট কিউ জাতের আনারস, যা এখানকার চাষিদের কাছে ক্যালেন্ডার নামে পরিচিত। এছাড়া হানি কুইন (স্থানীয় নাম জলডুঙ্গি) ও আশ্বিনা জাতের আনারস চাষ হয় এখানে। সম্প্রতি ফিলিপাইনের এমডি-২ জাতের আনারসের নামও এসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। মধুপুরের বিখ্যাত জলছত্র হাট থেকে মধুপুরের আনারস বিক্রির জন্য সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। সম্প্রতি মধুপুরের আনারসকে ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

- আবেদনের তারিখঃ ১ নভেম্বর ২০২৩
- বর্তমান অবস্থাঃ ভৌগলিক নির্দেশক নিবন্ধন বহিতে জেলা প্রশাসক, টাঙ্গাইল এর নামে নিবন্ধনের জন্য পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর, শিল্প মন্ত্রণালয় বরাবর আবেদন করা হয়েছে।

৪। টাঙ্গাইলের মির্জাপুরের জামুর্কির সন্দেশ

দেশজুড়ে খ্যাতি অর্জন করে আসছে টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর উপজেলার জামুর্কি এলাকায় তৈরি জামুর্কির কালিদাসের সন্দেশ। এই সন্দেশের জনক জামুর্কী গ্রামের বাসিন্দা কালিদাস চন্দ্র সাহা। ১৯৪০ সালে তিনি অন্যান্য মিষ্টির সঙ্গে চিনি এবং পাটালী গুড় দিয়ে দুই প্রকার সন্দেশ তৈরি করে বিক্রি শুরু করলে আস্তে আস্তে আশপাশের গ্রামে সেই সন্দেশের সুনাম ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। কালিদাস চন্দ্র সাহার উত্তরসূরিরা এখনো সেই সুনাম ধরে রেখেছেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ অনেক বরেণ্য ব্যক্তি কালীদাসের সন্দেশ খেয়ে মুগ্ধ হয়েছেন। ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জি মির্জাপুর সফরে এলে তাকে যেসব খাবার দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়েছিল সেগুলোর মধ্যে জামুর্কীর সন্দেশও ছিল। গত ০১ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে জেলা প্রশাসক, টাঙ্গাইল এই সন্দেশকে ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) পণ্যের স্বীকৃতি দেয়ার জন্য আবেদন করেন।

- আবেদনের তারিখঃ ১৯ মার্চ ২০২৪
- বর্তমান অবস্থাঃ ভৌগলিক নির্দেশক নিবন্ধন বহিতে জেলা প্রশাসক, টাঙ্গাইল এর নামে নিবন্ধনের জন্য পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর, শিল্প মন্ত্রণালয় বরাবর আবেদন করা হয়েছে।

৫। টাঙ্গাইলের কাঁসা পিতল

কয়েক হাজার বছর আগে থেকেই টাঙ্গাইলের সাথে কাঁসা-পিতলের সম্পর্ক পাওয়া যায়। মোগল শাসনামলে এ দেশে তামা, কাঁসা ও পিতলের ব্যবহার শুরু হয়। এসব ধাতু দিয়ে ঢাল, তলোয়ার, তীর-ধনুক, বন্দুক ও কামান তৈরি করতেন মোগলরা। ব্রিটিশ শাসনামলে এ শিল্পের প্রসার ঘটে এবং বাংলার ঘরে ঘরে এর ব্যবহার শুরু হয়। অবিভক্ত বাংলায় প্রসিদ্ধ ছিল টাঙ্গাইলের তামা, কাঁসা ও পিতল শিল্প। কাগমারীতে তৈরি কাগমারী কলসের দেশব্যাপী চাহিদা ছিল। শুধু টাঙ্গাইল নয়, ভারতের পশ্চিমবঙ্গেও এ শিল্পের সুনাম ছিল ব্যাপক। দেশের চাহিদা মিটিয়ে কাঁসা-পিতলের তৈজসপত্র বিদেশেও রফতানি হতো একসময়। প্রয়াত মধুসূদন কর্মকার, গণেশ কর্মকার, বসন্ত কর্মকার, যোগেশ কর্মকার, হারান কর্মকার টাঙ্গাইলের কাঁসা-পিতলের শিল্পের উল্লেখযোগ্য নাম। সুদৃশ্য কারুকার্য ও অনুপম গুনগত মানের জন্য টাঙ্গাইলের কাঁসা-পিতল প্রসিদ্ধ। সম্প্রতি টাঙ্গাইলের কাঁসা-পিতলকে ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

টাঙ্গাইলের কাঁসা শিল্প

- আবেদনের তারিখঃ আবেদনের প্রক্রিয়া চলমান
- বর্তমান অবস্থাঃ ভৌগলিক নির্দেশক নিবন্ধন বহিতে জেলা প্রশাসক, টাঙ্গাইল এর নামে নিবন্ধনের জন্য পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর, শিল্প মন্ত্রণালয় বরাবর আবেদনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৬। নারান্দিয়ার মুড়ি

টাঙ্গাইলসহ দেশের ৮ জেলায় মুড়ি সরবরাহ হয়ে থাকে জেলার কালিহাতীর নারান্দিয়া ইউনিয়ন থেকে। এখানকার উৎপাদিত হাতে ভাজা মুড়ির সুনাম দেশের বিভিন্নস্থানে। মুড়ি উৎপাদনের সাথে নারান্দিয়া গ্রামের মানুষ অনেক পূর্বে থেকেই জড়িত।এছাড়া কালিহাতী উপজেলার নারান্দিয়া, মাইন্তা, নগরবাড়ী, দৌলতপুর, লুহুরিয়া ও সিংহটিয়াসহ প্রায় ১৫টি গ্রামের কয়েক'শ পরিবার হাতে ভেজে মুড়ি তৈরি করে থাকে। মুড়ি উৎপাদনের সাথে নারান্দিয়া গ্রামের মানুষ অনেক পূর্বে থেকেই জড়িত। এখানে দুইভাবে মুড়ি উৎপাদিত হয়, হাতে ভেজে ও মেশিনের সাহায্যে। মুড়ি উৎপাদনকারি এলাকাগুলোর মধ্যে নারান্দিয়া ইউনিয়ন শীর্ষে। নারান্দিয়ার শতাধিক বাড়িতে হাতে ভেজে মুড়ি উৎপাদিত হয়। মেশিনের সাহায্যে মুড়ি উৎপাদন নতুন সংযোজন হলেও হাতে ভেজে মুড়ি তৈরি এবং বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে আসছে শতাধিক পরিবার অনেক আগে থেকেই। বিশেষ করে মোদক সম্প্রদায়।

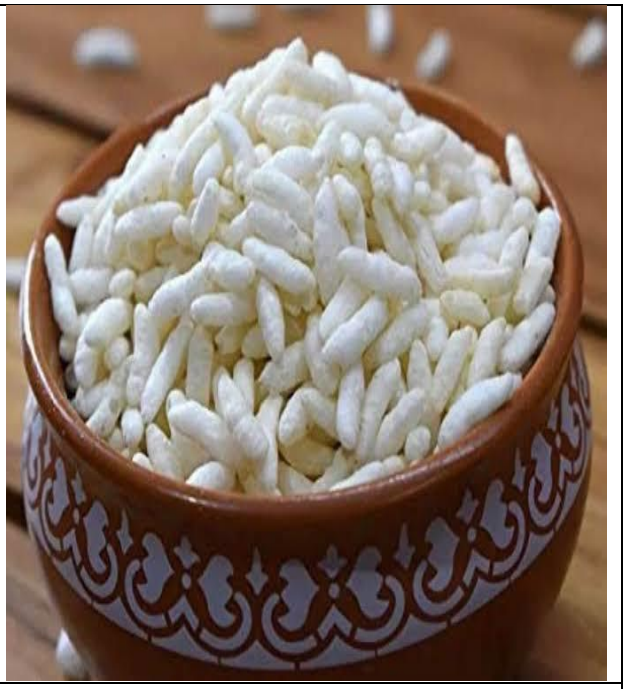

- আবেদনের তারিখঃ আবেদনের প্রক্রিয়া চলমান
- বর্তমান অবস্থাঃ ভৌগলিক নির্দেশক নিবন্ধন বহিতে জেলা প্রশাসক, টাঙ্গাইল এর নামে নিবন্ধনের জন্য পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর, শিল্প মন্ত্রণালয় বরাবর আবেদনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৭। ইন্দুটির দই

শুধুমাত্র কালিহাতির ইন্দুটি নয় বরং টাঙ্গাইলে আরও অনেক দই তৈরি হয়। যা দেশে মিষ্টান্ন তৈরীর শুরুর দিক থেকেই অনেক জনপ্রিয়তাও পেয়েছে। দই সাধারণত হালকা টক স্বাদের আবার কখনো পরোপুরি মিষ্টি হয়। দইয়ের স্বাদ যেরকমই হোক না কেন পুষ্টি গুণ অটুট থাকে। দই তৈরীর প্রসেস দূর থেকে সহজ মনে হলেও কষ্টসাধ্য। সারাদিন আগুনের তাপ থাকে ঘোষেদের বাড়িতে।এদের রান্না ঘরের বাইরে থেকেও তীব্র তাপ অনুভব হয়। ভিতরে তো অসহ্য তাপ বিরাজ করে সবসময়। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত পাশাপাশি চার থেকে পাঁচটি বড় চুলায় বিশাল আকারের কড়াইতে দইয়ের জন্য দুধ জাল করা হয়। তারপর সেই দুধ হাড়িতে পাতা হয়। হাড়ির নিচে পাটের ছালা/ চট দেওয়া হয়। দইয়ের দুধ হাড়িতে দেওয়ার পরও এই গরমে ঘোষেরা দই নাড়তে থাকে বার বার। রাতে দইয়ের উপর চাপ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। সকালে হাড়ি খুলে জমে যাওয়া দই পাওয়া যায়। এরপর তা সকালে হাটে নেওয়া হয় বিক্রির জন্য। তাদের জন্য হাট বাজারই একমাত্র দই বিক্রির স্থাননির্দিষ্ট গন্ডির ভিতরের চাহিদা মিটিয়ে ঘোষেরা হয়তো কোন রকম তাদের সংসার চালাতে পারে। কিন্তু এমন ভালো জিনিস গুলো জেলার বাইরেও পরিচিতি পাওয়া দরকার। ভালো ও উপকারী পণ্য গুলো দেশের সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌছানো উচিত।

- আবেদনের তারিখঃ আবেদনের প্রক্রিয়া চলমান
- বর্তমান অবস্থাঃ ভৌগলিক নির্দেশক নিবন্ধন বহিতে জেলা প্রশাসক, টাঙ্গাইল এর নামে নিবন্ধনের জন্য পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর, শিল্প মন্ত্রণালয় বরাবর আবেদনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

জেলা প্রশাসনের অনন্য উদ্যোগ

- ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে তাদের সমস্যা চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে একটি বিস্তর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।
- টাঙ্গাইল জেলার আবহমান কালের ঐতিহ্য ধরে রাখা এবং জিআই পণ্যসমূহের ব্র্যান্ডিং এর জন্য জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে একটি ‘জি আই পণ্য প্রদর্শনী ও ঐতিহ্য জাদুঘর’ নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।